৩৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 1 8 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বর্তমানে মাদ্রাসার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে ছোট বেলায় পড়া একটি আরবী গল্প মনে পড়ছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম "একটি ছাগল ছানা নদীতে পানি খেতে গেল। ছানাটিকে দেখে একটি নেকড়ে বাঘের লোভ হলো ধরে খাওয়ার জন্য। অতঃপর সেও ছানাটির কাছেই পানি খাওয়ার ছল ধরে নামল ঃ আর ভাবল, এমনিতে তো খাওয়া অমানবিক একটু দোষ চাপিয়ে পরেই খাই। অতঃপর নেকড়ে ছানাটিকে বলল, তুই আমার পানি ঘোলা করছিস্ কেন? ছানাটি বলল, আমি ভাটির দিকে আপনি উজানের দিকে তাই আমি কিভাবে ঘোলা করছি? পরাজিত হয়ে নেকড়ে বলল, তুই আমাকে গত বছর গালি দিয়েছিলে কেন? ছানাটি বলল, আমিতো এ বছরই জন্মগ্রহণ করেছি। কিভাবে গত বছর গালি দিলাম? নেকড়ে বলল, তুই গালি না দিলেও তোর বাবা হলেও গালি দিয়েছিল, এই বলে ছানাটিকে ধরে খেয়ে ফেলল।"

বর্তমান সরকারের অবস্থাটা কি এরকম নয়? কতকগুলো অবাস্তব ও অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দিয়ে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের প্রতি এরকম একটা আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ তো হবেই না বরং তাদের সুযোগ-সুবিধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে। তখন কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং গর্ববোধ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে ওয়াদা ভঙ্গ করে এমন একটি হীন কাজ করেছেন কেন? কেন ধর্মপ্রাণ মানুষদের হৃদয়ে আঘাত হানছেন? ধর্মপ্রাণ বিবেকের প্রশ্ন— কেন ধর্মকে উচ্ছেদ করেছেন? কেন অসংখ্য চাকুরীজীবীর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছেন? মাদ্রাসা শিক্ষকদের যে বেতন দেয়া হয় তাতো আপনাদের বাপ-দাদার পকেটের টাকা নয়—এটা জনগণের পয়সা।

অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ, যেসব মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক জালিয়াতির মধ্যে আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু 'ঢালাওভাবে মাদ্রাসা বন্ধ থেকে বিরত হোন এবং যে সব মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিন।

—মোঃ ছায়েদুজ্জামান খান (কাকুল)
কিশোরগঞ্জ।